গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
জনস্বাস্থ্য-১ অধিশাখা।

নং- জনস্বাস্থ্য-১/ইউ আ বোর্ড (মন্ত্রিসভা-৩)/২০১৪-৫০০ তারিখঃ ২৩/০২/২০১৬ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন ২০১৬" এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

সূত্র: (১) জনস্বাস্থ্য-১/ইউ আ বোর্ড (মন্ত্রিসভা-৩)/২০১৪-৪৮২ তারিখ: ০১/০২/২০১৬ খ্রি:
(২) জনস্বাস্থ্য-১/ইউ আ বোর্ড (মন্ত্রিসভা-৩)/২০১৪-৪৮৮ তারিখ: ০৮/০২/২০১৬ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে **"বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন' ২০১৬"** এর খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং dsph1mohfw@gmail.com উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর ২২/০২/২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত মতামত প্রদানের জন্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

বর্ণিত অবস্থায়, **"বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন' ২০১৬"** এর খসড়া ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং dsph1mohfw@gmail.com উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর মতামত প্রদানের জন্য আরো ১০ (দশ) দিন সময় বৃদ্ধি করে আগামী ০৩ মার্চ, ২০১৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ওয়েবসাইটে খসড়াটি প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

(গৌতম কুমার)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৬৭২৫২
ই-মেইল: dsph1mohfw@gmail.com

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

দি বাংলাদেশ ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
(১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং-৩২/১৯৮৩),
এর সংশোধন কল্পে আনীত

বিল

(--)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা-----------২০১৩

বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন, ~~২০১৩~~ ২০১৮
(২০১৩ সনের---------নং আইন)

দি বাংলাদেশ ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং-৩২/১৯৮৩), যা'-

সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ড় সময়ের মধ্যে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ড় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় কার্যকারিতা হারিয়েছে; এবং

যেহেতু, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ড় সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৭ নং আইন) দ্বারা দি বাংলাদেশ ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্র্যাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং-৩২/১৯৮৩) যথাযথ ভাবে কার্যকর হয়েছে; এবং

যেহেতু, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষাদান, নিবন্ধন, এতদসংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনকারীদের যোগ্যাতা নির্ধারন, চিকিৎসা ব্যবস্থাদ্বয়ের উন্নয়ন ইত্যাদিসহ যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে অর্ডিন্যান্সটি সংশোধন করে বর্তমান প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু , এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হল ঃ-

১ সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন *"বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি আইন, ২০১৩"* নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২। সংজ্ঞাসমূহ।- বিষয় ও প্রসঙ্গের ব্যত্যয় না ঘটলে এই আইনে,-

(ক) 'বোর্ড ' অর্থ ৩ ধারার অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বোর্ড" (বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন);

(খ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) 'অনুমোদিত' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি অথবা প্রবিধি দ্বারা অনুমোদিত;

(ঘ) 'স্বীকৃত' অর্থ এই আইনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত;

(ঙ) 'নিবন্ধনবহি' বা 'রেজিস্টার' অর্থ এই আইনের অধীনে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসকগণের জন্য সংরক্ষিত নিবন্ধন বই;

(চ) 'নিবন্ধিত চিকিৎসক' অর্থ একজন ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক যার নাম নিবন্ধনবহিতে অন্তর্ভুক্ত আছে;

(ছ) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য;

(জ) 'রেজিস্ট্রার' বা *'নিবন্ধক '* অর্থ বোর্ডের রেজিস্ট্রার;

(ঝ) 'প্রবিধি' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি বা বিধানসমূহ;

(ঞ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীনে প্রনীত বিধিসমূহ;

(ট) 'তফসিল' অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(ঠ) 'স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান' অর্থ এই আইনের অধীন স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান;

(ড) 'হাকীম' বা 'ইউনানী চিকিৎসক' অর্থ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসক;

(ঢ) 'কবিরাজ' বা 'আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক' অর্থ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসক;

(ন) *'প্রথাগত লোকজ চিকিৎসক (ট্রেডিশনাল হিলার)' অর্থ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বংশপরম্পরায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও নিয়োজিত চিকিৎসক;*

(ত) 'ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি' অর্থ ইউনানী চিকিৎসা এবং আয়ুর্বেদিক (সিদ্ধাসহ) চিকিৎসা ব্যবস্থাসমূহ যা'র আধুনিকায়নের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হোক বা না হোক যেমনটি অত্র বোর্ড সময় সময় নির্ধারণ করবে;

(থ) *'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানে এই আইনে নিবন্ধিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা যায়;*

(দ) *'বেসরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ' অর্থ সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ ব্যতিত সরকার এবং বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ;*

(ধ)*'হাসপাতাল' অর্থ বোর্ডের সুপারিশক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন হাসপাতাল বা এইরূপ কোন প্রতিষ্ঠান যেখানে ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক কিংবা উভয় পদ্ধতিতে চিকিৎসাসেবা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকবে।*

৩। সংস্থা স্থাপন ও নিগমবদ্ধ। -

(১) এই আইন বলবৎ হওয়ার পর, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বোর্ড" (বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন) নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। *যা' সংক্ষেপে "বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ড" নামেও পরিচিত হবে।*

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হবে এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করবার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকবে এবং বোর্ড স্বীয় নামে মামলা দায়ের করতে পারবে এবং উক্ত নামে এর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।

অধ্যায় দ্বিতীয়

বোর্ড গঠন, কার্যাবলী, ইত্যাদি

৪। বোর্ড গঠন।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হবে, যথা :

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান, *যিনি পদমর্যাদায় অতিরিক্ত সচিব এর নীচে নহেন;*

(খ) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হতে নিবন্ধিত ইউনানী চিকিৎসকদের ভোটে তা'দের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন করে সদস্য, *যিনি সার্বক্ষণিক ইউনানী চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত;*

(গ) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হতে নিবন্ধিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের ভোটে তা'দের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন করে সদস্য, *যিনি সার্বক্ষণিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত;*

(ঘ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত শিক্ষকবৃন্দের ভোটে তা'দের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন ইউনানী শিক্ষক প্রতিনিধি, সদস্য;

(ঙ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়মিত শিক্ষকবৃন্দের ভোটে তা'দের মধ্য হতে নির্বাচিত একজন আয়ুর্বেদিক শিক্ষক প্রতিনিধি, সদস্য;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত, উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, সদস্য;

(ছ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত, উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, সদস্য;

(জ) ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, সদস্য;

(ঝ) ডীন, ফার্মেসী অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি, সদস্য;

(ঞ) বোর্ডের রেজিস্ট্রার, পদাধিকার বলে সদস্য।

(২) প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগ হতে নির্বাচিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক সদস্যবৃন্দের মধ্য হতে, তা'দের ভোটে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

(৩) চেয়ারম্যান-এর পদ শূণ্য হলে বা তাঁর অসুস্থতা বা অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ে তদস্থলে ভাইস-চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করবেন।

(৪) উপ-ধারা (১)-এ অন্তর্ভূক্ত যা কিছু আছে তা সত্ত্বেও প্রথমবারের মত বোর্ড গঠনের জন্য ঐ উপ-ধারার দফা (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) সমূহের অধীনে যে সব সদস্যের নির্বাচিত হবার কথা তাঁরাও সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। *তবে, এ বোর্ডের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ১(এক)বছর।*

৫। নির্বাচন।- এই আইনের অধীন প্রণীত নির্বাচন বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে এবং পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৬। **নাম, ইত্যাদি প্রকাশনা**।- সরকার বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নাম তাঁদের নির্বাচন বা মনোনয়নের তারিখসহ সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবেন।

৭। বোর্ড ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ।-

(১) বোর্ডের মেয়াদ হবে উহার প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে *০৩(তিন) বছর*।

(২) বোর্ডের সদস্যগণ বিধি মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, মনোনীত হবেন।

(৩) বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য, এই আইনের অন্যান্য বিধান ও এর অধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, মনোনয়ন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

(৪) নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সদস্যগণ পুনঃনির্বাচন বা পুনঃমনোনয়নের যোগ্য থাকবেন।

(৫) কোন সদস্যের পদ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মৃত্যু, পদত্যাগ, অপারগতা অথবা অন্য কোনভাবে শূণ্য হলে এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে সেই শূণ্যতা পূরণ করা হবে এবং সেই শূণ্য পদে মনোনীত অথবা নির্বাচিত সদস্য নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত অথবা নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন।

৮। **শূণ্যতায় বোর্ডের কার্য তামাদি হবে না।**- শুধু শূণ্যতা বিরাজ করায় অথবা বোর্ডের কোন সাংগঠনিক ক্রটিজনিত কারণে বোর্ডের কোন সিদ্ধান্ত বা কার্য তামাদি হবে না।

৯। পদত্যাগ ।- চেয়ারম্যান সরকারের কাছে লিখিত পত্র দ্বারা পদত্যাগ করতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত পত্র দ্বারা যে কোন সদস্য যে কোন সময়ে পদত্যাগ করতে পারবেন। সরকার অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, চেয়ারম্যান যে তারিখে ঐ পদত্যাগ গ্রহণ করবেন সেই তারিখ হতে তা কার্যকর হবে।

১০। **শূণ্যতা ঘোষণা**।- যদি কোন সদস্য,-

(ক) বোর্ডের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া পর পর বোর্ডের তিনটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(খ) ১১ নম্বর ধারায় উল্লেখিত যে কোন অযোগ্যতায় পরেন; তবে, বোর্ড তার পদটি শূণ্য হয়েছে বলে ঘোষণা করবে।

১১। সদস্যদের **অযোগ্যতাসমূহ**।- কোন ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হবেন না যদি -

(ক) তিনি দেউলিয়া হন;

(খ) আয়কর প্রদানকারী না হন;

(গ) কোন আদালতে অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী বলে বিবেচিত হন;

(ঘ) ফৌজদারী অপরাধে বা সরকারের বিবেচনায় নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।

১২। **বোর্ডের উপর কর্তৃত্ব**।- যদি, সরকারের মতে বোর্ড এই আইনের বিধানসমূহের সাথে সামঞ্জস্যহীন এমন কোন কাজ করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, অথবা তা কোন প্রকারে জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়, তবে সরকার আদেশ বলে,-

(ক) বোর্ডের কার্যবিবরণী বাতিল;

(খ) বোর্ডের গৃহীত যে কোন প্রস্তাব অথবা নির্দেশ বাস্তবায়ন স্থগিত;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কিছু করা নিষিদ্ধ; এবং

(ঘ) নির্ধারিতব্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

১৩। বোর্ডের কার্যাবলী।- নিম্নলিখিতগুলো বোর্ডের কার্য হবে, যেমন -

(ক) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা দিচ্ছে অথবা শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই আইনের অধীনে স্বীকৃতি লাভের আবেদন জানালে সেগুলো বিবেচনা করা;

(খ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতার একটা যথোপযুক্ত মান বজায় রাখা;

(গ) এই আইনের বিধানসমূহ মোতাবেক যথাযথ যোগ্যতার অধিকারী ব্যক্তিদের নিবন্ধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) এই আইনের বিভিন্ন কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কমিটিসমূহ ও উপ-কমিটিসমূহ নিয়োগ করা;

(ঙ) এই আইনে বোর্ডের অধীনস্থ চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা;

(চ) ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রম ও প্রশিক্ষনে অংশগ্রহনের শর্তাদি নির্ধারণ করা;

(ছ) বোর্ডের অধীন আয়োজিত কোর্সসমূহের পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও সনদ প্রদান করা;

(জ) বোর্ডের অধীনস্থ স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন;

(ঝ) বোর্ডের অধীনস্থ স্বীকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা;

(ঞ) এই আইনের অধীন তফসিলভুক্ত বাংলাদেশের ভিতরে ও বাহিরে অবস্থিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার মান মূল্যায়ন বা পুনঃমূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট তফসিল সংশোধন;

(ট) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের আচরনবিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রকাশ করা;

(ঠ) বোর্ডের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষন;

(ড) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং এতদুপলক্ষে গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করা;

(ঢ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ, একক ভেষজ, পথ্য, অনুপান (ঔষধের সংগে সেবনীয় দ্রব্য) ইত্যাদির মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা;

(ন) বোর্ডের অধীন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান নির্ধারণ;

(ত) অন্য কোন দেশের বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সে দেশের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার যোগ্যতা বিষয়ে পারস্পরিক ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(থ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

(দ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির উপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং জার্ণাল, সাময়িকী ও বুলেটিন ইত্যাদি প্রকাশ করা;

(ধ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারী ও ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন ও প্রকাশ করা;

(ণ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধপত্র ও উৎপাদন ব্যবস্থার মান নির্ধারণ করা;

(প) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড প্রদান;

(ফ) স্বীকৃত ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য মঞ্জুরী প্রদানের নিমিত্ত সরকারের কাছে সুপারিশ করা;

(ব) উপযুক্ত মানের ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ, হাসপাতাল এবং দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা;

(ভ) বোর্ডের অধীন বিভিন্ন কাজের ফিস অথবা চার্জ নির্ধারণ ও গ্রহণ করা;

(ম) ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় হাসপাতালসমূহ ও চিকিৎসালয়গুলিতে ঔষধপত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কিছু সরবরাহের জন্য একটা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা স্টোর স্থাপন ও চালুকরার ব্যবস্থা করা; এবং

(য) এই আইনের অথবা বিধিসমূহের আওতায় কর্তৃত্বাধীন বা প্রয়োজন এই ধরনের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা।

১৪। **বোর্ডের সভা।-**

(১) প্রবিধিমতে নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ডের সভা আহবান ও অনুষ্ঠিত হবে; উল্লেখ থাকে যে, যত দিন পর্যন্ত এই প্রবিধি প্রণীত না হয়, চেয়ারম্যান প্রত্যেক সদস্যকে লিখিতভাবে নোটিশ দিয়ে সুবিধাজনক বলে বিবেচিত সময় ও স্থানে বোর্ডের সভা ডাকতে পারবেন।

(২) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে **ভাইস-চেয়ারম্যান** সভাপতিত্ব করবেন।

(৩) এই আইনের সন্নিবেশিত ব্যবস্থাসমূহ ছাড়া যাবতীয় বিষয়ে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(৪) বোর্ডের ***১০(দশ) জন*** সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হবে।

(৫) বোর্ডের প্রত্যেক সভায় চেয়ারম্যানের সদস্য হিসেবে ভোটটি ছাড়াও সেই সময়ে সমসংখ্যক ভোট হলে চেয়ারম্যান একটি দ্বিতীয় অথবা কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন।

১৫। বোর্ডের তহবিল, ইত্যাদি।-

(১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকবে, এবং বিধিতে বর্ণিত বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত আয় এই তহবিলে জমা হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর তহবিল হতে, বিধি ও প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বোর্ডের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

১৬। বিভিন্ন কমিটি গঠন, ইত্যাদি।-

(১) বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে , উহার সদস্যদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাধারণ ও বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটিসমূহের সদস্য সংখ্যা, কার্যপদ্ধতি এবং দায়িত্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১৭। বোর্ডের **কর্মকর্তাগণ** এবং **তা'দের চাকুরির শর্তাবলী।-**

(১) পূর্ব থেকে লিখিতভাবে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং বিধি মোতাবেক নির্ধারিত শর্তাবলীতে বোর্ড একজন রেজিস্ট্রার নিয়োগ করবে।

(২) রেজিস্ট্রারের পদ শূণ্য হলে, অথবা যদি রেজিস্ট্রার অনুপস্থিতি, অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন কারণে তাঁর দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, তবে নতুন রেজিস্ট্রার নিয়োগ অথবা, অবস্থা বিশেষে, রেজিস্ট্রারের কাজে যোগদান না করা পর্যন্ত সময়ের জন্য বোর্ড সরকারের পূর্ব-অনুমোদনক্রমে বোর্ডের যে কোন কর্মকর্তাকে রেজিস্ট্রারের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।

(৩) রেজিস্ট্রার বোর্ডের নির্বাহী প্রধান এবং আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হবেন।

(৪) রেজিস্ট্রার বোর্ডের সচিবও হবেন এবং প্রবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

(৫) বোর্ড দক্ষতার সাথে তার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য আবশ্যক মত উপযুক্ত মেয়াদ ও শর্তে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ করতে পারবে।

(৬) রেজিস্ট্রার জরুরী অবস্থায়, বোর্ডের কার্যাদি দক্ষতার সাথে সম্পাদনের জন্য বিধানমত স্থিরীকৃত মেয়াদ ও শর্তে প্রয়োজনমত কর্মচারীদের নিয়োগ করতে পারবেন;

উল্লেখ থাকে যে, এই দফার অধীনে প্রদত্ত প্রত্যেকটি নিয়োগ সংগে সংগেই বোর্ডের নজরে আনতে হবে এবং বোর্ডের অনুমোদন না হলে এই ধরনের কোন নিয়োগ ৬ মাসের বেশী বলবৎ থাকবে না।

অধ্যায় তৃতীয়

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পরীক্ষাসমূহ

১৮। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি।-

(১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষাদানরত অথবা শিক্ষাদানে ইচ্ছুক যে কোন প্রতিষ্ঠান এই আইনের অধীনে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করতে পারে।

(২) রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানাতে হবে এবং সেখানে নিম্নলিখিত বিষয়ে পূর্ণ তথ্য দিতে হবে, যেমন ঃ -

(ক) প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সংস্থার সংগঠন ও কর্মকর্তা;

(খ) যে বিষয় ও পাঠ্যসূচীতে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাদান করছে অথবা শিক্ষা প্রদানে ইচ্ছুক;

(গ) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সম্পত্তি, যন্ত্রপাতি এবং কত সংখ্যক ছাত্রের আবাসিক ও অন্যান্য সংস্থানের বন্দোবস্ত আছে বা বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব আছে;

(ঘ) কর্মচারীদের সংখ্যা ও বিবরণ, তাদের বেতন, যোগ্যতা এবং তাদের নিজস্ব গবেষণা কর্ম;

(ঙ) প্রতিষ্ঠানের ভবন ও যন্ত্রপাতির উপর ব্যয় এবং দক্ষতার সাথে প্রতিষ্ঠান চালু ও সংরক্ষণের ব্যয় সংকুলানের জন্য আদায়কৃত ও প্রস্তাবিত ফিসসমূহ।

(৩) রেজিস্ট্রার আবেদনপত্র বোর্ডে পেশ করবেন, এবং বোর্ড রেজিস্ট্রারকে যে কোন তথ্য যা প্রয়োজন বলে মনে করে তা' জানার জন্য নির্দেশ দিতে পারে এবং এতদুপলক্ষে বোর্ডের অনুমোদিত উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের দিয়ে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠানেরও নির্দেশ দিতে পারে।

(৪) এই ধরনের তদন্তের রিপোর্ট, যদি থাকে, তা বিবেচনা করে এবং এমন কোন আরও তদন্ত যা' তার কাছে প্রয়োজন বলে মনে হয় তা অনুষ্ঠানের পর বোর্ড সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বীকৃতি মঞ্জুর অথবা নাকচ করবে।

(৫) এই ধারার অধীনে যখন কোন প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি মঞ্জুর করা হয় তখন উক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম বোর্ড কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং প্রকাশের তারিখ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠান তফসিল-এর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

(৬) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রবিধানমালা অনুসরন ও বোর্ডের অনুমোদন নিতে হবে।

১৯। *স্বীকৃত ইউনানী/আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।-*

(১) তফসিলে উল্লেখিত প্রতিষ্ঠান স্বীকৃত ইউনানী/ আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে।

(২) বোর্ড, সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে, দাপ্তরিক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে উক্ত তফসিলের 'গ' অংশে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত এবং সে দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে কোন বিদেশী ইউনানী/ আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

২০। **দক্ষতার মান সংরক্ষণ।-**

(১) এই আইনের অধীন বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা উপযুক্ত মান সংরক্ষণ করে নেয়া বোর্ডের দায়িত্ব হবে।

(২) এই মান অর্জনের উদ্দেশ্যে বোর্ড -

(ক) সময় সময় বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন সব তথ্য ও বিবরণ সরবরাহ করতে বলতে পারে যা তার বিবেচনায় প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার মান বিচারের জন্য প্রয়োজন বলে মনে হয়।

(খ) বোর্ডের নিয়োগকৃত একজন পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক দলের মাধ্যমে বোর্ড স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে পারে।

২১। **স্বীকৃতি প্রত্যাহার।-**

(১) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হবে কি না এ ব্যাপারে বোর্ড যখন যথার্থ মনে করবে অথবা যখন সরকার কর্তৃক তজ্জন্য বলা হবে তখন তদন্ত করতে পারে।

(২) যদি এই ধরনের তদন্ত অনুষ্ঠান করে, এবং পূর্ববর্তী ধারায় উল্লেখিত সকল তথ্য ও প্রতিবেদন বিবেচনার পর এবং প্রয়োজন বলে মনে হলে এমন আরও তদন্ত অনুষ্ঠান করে, বোর্ড সন্তুষ্ট হয় যে, একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষা সুবিধা এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা পেশাগত কাজে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার মান অর্জনের উপযুক্ত নয়, তখন বোর্ড প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে একটি আদেশ জারী করবে;

উল্লেখ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষা ও পরীক্ষার মান বোর্ডের সন্তুষ্টি মোতাবেক উন্নয়নের সুযোগ না দিয়ে, এবং প্রতিষ্ঠানটি বোর্ডের মতে তা করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত এই উপ-ধারা অনুসারে কোন আদেশ জারী করা যাবে না।

২২। **বিভিন্ন কোর্সের মেয়াদ।-** বোর্ডের অধীন স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত বিভিন্ন কোর্সের পাঠ্যক্রম ও মেয়াদ বোর্ডের প্রবিধি মতে নির্ধারিত হবে।

২৩। **প্রতিষ্ঠাসমূহে ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা।-** বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সকল কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা বোর্ডের প্রবিধি মতে নির্ধারিত হবে।

২৪। উত্তরণ পরীক্ষা।-

(১) এই আইনের অধীনে বোর্ডে নিবন্ধিত হবার অধিকার অর্জনের জন্য ডিপ্লোমা মঞ্জুরীর উদ্দেশ্যে অথবা ডিগ্রী অর্জনের জন্য পরিচালিত উচ্চশিক্ষা শেষ হবার পর ডিগ্রী মঞ্জুরীর উদ্দেশ্যে বোর্ডের প্রবিধি মতে প্রত্যেক বছরই অন্যূন একবার উত্তরণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

(২) প্রবিধি মতে নির্ধারিত বিষয়সমূহের উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত রীতি অনুসারে বিষয়সমূহের শিক্ষার্থীদের জন্যই, এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অধিকার সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োগকৃত ও অনুমোদিত একটি পরীক্ষণ সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হবে।

(৪) বোর্ড কর্তৃক নিয়োগকৃত ও সরকার কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে অনুমোদিত একটি পরীক্ষণ সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন কোর্সসমূহের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

(৫) বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন কোর্সের পরীক্ষা আয়োজনের জন্য একজন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা হবে এবং তিনিই পরীক্ষণ সংস্থার সচিব হিসেবে কাজ করবেন। যতদিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিয়োগ করা না হবে ততদিন বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রবিধি মতে স্থিরকৃত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

২৫। নিবন্ধন প্রক্রিয়া।-

(১) ২৪ ধারার অধীন অনুষ্ঠিত পরীক্ষার চূড়ান্ত বর্ষ উত্তরণ এবং ইন্টার্ণ কোর্স সমাপনান্তে ২৬ ধারার উপ-ধারা - (১) ও (২) এর অধীনে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

(২) নিবন্ধনের আবেদন বিধিমতে নির্ধারিত ফরমে সম্পন্ন করে তৎসঙ্গে নির্ধারিত ফিস ও আবশ্যকীয় প্রমানপত্রাদি সংযুক্ত করতে হবে।

(৩) বোর্ড এই ধারা মতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র পরীক্ষা করবে এবং *শিক্ষাগত যোগ্যতা, আবেদনকারীদের পেশার সময়কাল ও প্রকৃতি এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা সম্পর্কে প্রয়োজনবোধে লিখিত অথবা মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পর* এই আইনের বিধান মতে তাদের নাম নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেবে।

২৬। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের নিবন্ধন।-

(১) বোর্ডের অধীন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে উচ্চতর *ডিগ্রী অর্জন এবং ইন্টার্ণ কোর্স সম্পন্ন করা একজন ব্যক্তি ২৫ ধারা মতে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র বিবেচিত হলে তা নিবন্ধন বহি (১)-এ তালিকাভুক্ত করা হবে।*

(২) বোর্ডের অধীন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে *ডিপ্লোমা বা সমমানের ডিগ্রী অর্জন এবং ইন্টার্ণ কোর্স সম্পন্ন করা একজন ব্যক্তি ২৫ ধারা মতে নিবন্ধনের আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র বিবেচিত হলে তা নিবন্ধন বহি (২)-তে তালিকাভুক্ত করা হবে।*

২৭। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রথাগত লোকজ চিকিৎসকদের নিবন্ধন।-

(১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বংশ পরম্পরায় এ পেশায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার মূলনীতি, দ্রব্যগুণ, চিকিৎসা ও বাস্তব রোগ নির্ণয় সম্বলিত

বিষয়াদিতে ধারা ২৪ এর উপধারা (৪)-এর অধীনে নিয়োগকৃত পরীক্ষণ সংস্থা কর্তৃক বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালিত লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হলে ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির প্রথাগত লোকজ চিকিৎসক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার জন্য বিধিমতে নির্ধারিত ফরম ও নির্ধারিত ফি সহ আবেদন করতে পারবেন। এ পরীক্ষায় অংশগ্রহনে ইচ্ছুক প্রার্থীগণ লোকজ চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত আছেন মর্মে নিশ্চিত হওয়ার পর পরীক্ষণ সংস্থা অঞ্চল ভিত্তিক এরূপ যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষার আয়োজন করবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর যোগ্যতা নির্ধারনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে একজন ব্যক্তি প্রথাগত লোকজ চিকিৎসক হিসেবে যথানিয়মে নিবন্ধনের আবেদন করবে। এরূপ আবেদনপত্র বিবেচিত হলে তা নিবন্ধনবহি (৩) তে তালিকাভুক্ত করা হবে।

২৮। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষক তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি।-

(১) বোর্ডের অধীন স্বীকৃত বেসরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকতায় নিয়োগ লাভের পূর্ব শর্ত হিসেবে প্রবিধিমতে যোগ্যতা নির্ধারনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই ধারার অধীন তালিকাভুক্ত হতে হবে।

(২) শিক্ষক তালিকাভুক্তি পরীক্ষা বছরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) বোর্ড তালিকাভুক্ত ও চাকুরীরত শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

২৯। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিস্ট নিবন্ধন।-

(১) অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহে ফার্মাসিস্ট বা কোয়ালিফাইড পার্সন হিসেবে নিয়োগ লাভের পূর্ব শর্ত হিসেবে প্রাবিধিমতে যোগ্যতা নির্ধারনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই ধারার অধীন নিবন্ধিত হতে হবে।

(২) ফার্মাসিস্ট নিবন্ধন পরীক্ষা বছরে অন্ততঃ একবার অনুষ্ঠিত হবে।

(৩) বোর্ড নিবন্ধিত ও চাকুরীরত ফার্মাসিস্টদের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

৩০। **নিবন্ধনবহি থেকে খারিজ**।- একজন চিকিৎসক বিচারযোগ্য কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে অথবা তদন্ত সাপেক্ষে যদি দেখা যায় যে, সে অসদাচরণের জন্য দোষী, বোর্ডের মতে সেই অপরাধ বা অসদাচরণ এমন নৈতিক স্খলন প্রকাশ করে যা তাকে পেশারত থাকার জন্য অযোগ্য করে তুলেছে, তবে তার নাম নিবন্ধন বহি থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে;

উল্লেখ থাকে যে, অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত অথবা অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের পূর্বে তাকে কারণ দর্শানোর জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকলেও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিতে কোন বাধা থাকবে না।

৩১। **নিবন্ধন বহি, ইত্যাদির সংযোজন খারিজ অথবা পরিবর্তন**।- বোর্ড নিজের উদ্যোগে অথবা কারো কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপযুক্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর সুযোগ দিয়ে যদি মনে করে সংযোজন প্রতারণাপূর্ণ এবং অন্যায়ভাবে করা হয়েছে, তবে যে কোন সংযোজন খারিজ বা পরিবর্তন করতে পারবে।

অধ্যায় চতুর্থ

রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্বসমূহ

৩২। নিবন্ধনবহি সংরক্ষণ।-

(১) বোর্ডের কোন সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশ সাপেক্ষে নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা এবং বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকা রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব হবে।

(২) এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত প্রত্যেক চিকিৎসকের নাম, স্থায়ী ও বর্তমান বাসস্থান, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যোগ্যতাসমূহ অর্জনের তারিখগুলো রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ থাকবে।

(৩) রেজিস্ট্রার আলোচ্য পর্যায় পর্যন্ত নির্ভুলভাবে নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করবেন এবং সময় সময় চিকিৎসকদের ঠিকানা ও শিক্ষাগত যোগ্যাতায় যে কোন পরিবর্তন সেখানে সংযোজন করবেন এবং মৃত্যুজনিত কারণে এবং এই আইনের বিধান মতে নাম অপসারণের নির্দেশ প্রদান করা হলে চিকিৎসকদের নাম সেখান থেকে খারিজ করবেন।

(৪) রেজিস্ট্রারের যদি বিশ্বাস করার কারণ ঘটে যে, কোন নিবন্ধিত চিকিৎসক চিকিৎসা পেশা থেকে বিরত রয়েছেন বা তাঁকে যথাযথভাবে না জানিয়ে ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন তবে রেজিস্ট্রার নিবন্ধনবহিতে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে তার (চিকিৎসকের) পেশা থেকে বিরত থাকা বা ঠিকানা বদলের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে পারেন। যদি ৬(ছয়) মাসের মধ্যে এই রেজিস্ট্রি চিঠির কোন জবাব না আসে তবে রেজিস্ট্রার সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নাম নিবন্ধনবহি থেকে বাদ দিতে পারবেন।

তবে; এই ধারার অধীনে নিবন্ধনবহি থেকে নাম অপসারণকৃত চিকিৎসকের আবেদনক্রমে বোর্ড যে কোন সময় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের নাম নিবন্ধন বহিতে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির আদেশ দিতে পারবে।

৩৩। তালিকা প্রকাশ।-

(১) রেজিস্ট্রার প্রতি তৃতীয় বছরে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিতব্য কোন তারিখের মধ্যে বা তার আগে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত নিবন্ধনবহিতে তালিকাভুক্ত সব চিকিৎসকের নাম, ঠিকানা, চিকিৎসা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং যোগ্যতা অর্জনের তারিখের একটি শুদ্ধ তালিকা প্রকাশ করবেন।

(২) এই তালিকায় কোন ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি নিবন্ধিত চিকিৎসক এবং কারো নাম না থাকলে তাকে নিবন্ধিত চিকিৎসক নয় বলে ধরে নেয়া হবে।

৩৪। জরুরী কাগজপত্র এবং নিবন্ধনবহি বা রেজিস্টারসমূহ সরকারী দলিল হবে।- বোর্ডের ও এতদসংশ্লিষ্ট কমিটিসমূহের সকল কার্যবিবরণী এবং তৎসহ ধারা ২৬, ২৭, ২৮ ও ২৯ এর অধীন প্রণীত, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত রেজিস্টারসমূহ Evidence Act, 1872(Act I of 1872) এর অধীন সরকারী দলিল বলে গণ্য হবে।

অধ্যায় পঞ্চম

নিবন্ধিত চিকিৎসকদের অধিকার, কর্তব্য এবং দায়িত্ব

৩৫। **ঠিকানা পরিবর্তন অবহিতকরণ**।- প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসক তার স্থায়ী ও পেশায় অবস্থানের ঠিকানার পরিবর্তন অনতিবিলম্বে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করবেন।

৩৬। **নিবন্ধিত চিকিৎসকদের সুযোগ-সুবিধা**।-

(১) বর্তমানে প্রচলিত যে কোন আইনে যাই থাকুক না কেন ২৬ ধারার আওতায় নিবন্ধিত প্রত্যেক চিকিৎসক নিম্নলিখিত স্বত্ত্বে স্বত্ববান থাকবেন,-

(ক) সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক পদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থায় নিয়োগ লাভ করতে পারবেন।

(খ) বোর্ডের সদস্য নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন;

(গ) চিকিৎসাধীন রুগির বা সেবা গ্রহণকারীকে কোন চিকিৎসা প্রমানপত্র বা দৈহিক সুস্থতার প্রমানপত্র স্বাক্ষর বা প্রমানিত করতে পারবেন;

(ঘ) নিজ চিকিৎসাধীন রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ এমন স্থানীয় ঔষধি উপকরণ দ্বারা আবশ্যকীয় ঔষধ তৈরি করে প্রদান ও সংরক্ষণ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের দৈনন্দিন পেশার প্রয়োজনে ঔষধ তৈরির জন্য জাতীয় ইউনানী ফর্মুলারী বা জাতীয় আয়ুর্বেদিক ফর্মুলারী অনুসরণ এবং উৎপাদন লাইসেন্স গ্রহণ আবশ্যক হবে না। এবং

(ঙ) আদালতের মাধ্যমে ফি আদায় করতে পারবেন।

(২) ২৭ ধারার অধীন নিবন্ধিত প্রত্যেক ইউনানী অথবা আয়ুর্বেদিক প্রথাগত লোকজ চিকিৎসক-এর চিকিৎসা সেবাক্ষেত্র নিজ উপজেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। তিনি -

(ক) প্রবিধিতে নির্ধারিত রোগের প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা প্রদান করবেন; এবং

(খ) ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (ঘ) ও (ঙ) দফায় বর্ণিত অধিকারে স্বত্ত্ববান থাকবেন।

(৩) অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন নিবন্ধিত একজন চিকিৎসক যে কোন একটি পদ্ধতিতে চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত হবেন।

(৪) নিবন্ধিত চিকিৎসকগণ ইউনানী এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের জন্য বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং সরকার অনুমোদিত আচরণবিধি ও নীতিমালা মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

অধ্যায় ষষ্ঠ

অপরাধ, শাস্তি এবং কার্যপ্রণালী

৩৭। **অপরাধ ও শাস্তিসমূহ**।- ধারা ৩৬ এর (৩) উপ-ধারার বিধান লংঘনকারীকে *০১(এক) লক্ষ* টাকা পর্যন্ত জরিমানা ও (৪) উপ-ধারার বিধান লংঘনকারীকে *০২(দুই) বছরের* মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা *০৩(তিন) লক্ষ* টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩৮। **আইনের আওতায় নিবন্ধিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো চিকিৎসা পেশায় যোগদান করতে না পারা, ইত্যাদি**।-

(১) এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত চিকিৎসক ছাড়া অন্য কেউ ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পেশা চালাতে

পারবেন না বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত চিকিৎসা পেশার লোক বলে পরিচয় দিতে পারবেন না;

(২) কেউ উপ-ধারা (১) লংঘন করলে তাকে ০২(দুই) বছর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ০৩(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

৩৯। আইনের আওতায় অনুমোদিত ফর্মূলারী বা ফার্মাকোপিয়া অনুসরণে বাধ্যবাধকতা, ইত্যাদি।-

(১) অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফর্মূলারী বা ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ ব্যতীত বানিজ্যিক কারণে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধ উৎপাদন করা যাবেনা এবং বোর্ড এর সম্মতি ব্যতীত ঔষধের জেনেরিক নামের বানিজ্যিক নামকরণ করা যাবে না।

(২) উপ-ধারা (১) লংঘনকারী যে কেউ ০২(দুই) বছর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা ০৩(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ শাস্তিযোগ্য হবেন। একাধিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা অংশীদার প্রত্যেকে অনুরূপ শাস্তিযোগ্য হবেন।

৪০। সনদসমূহের সত্যবৎ প্রতীয়মান নকল।-

(১) এই আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা লাইসেন্স অর্পন, মঞ্জুর বা ইস্যু করা যাবে না এবং ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা পেশা পরিচালনার জন্য ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা লাইসেন্স প্রদানের অধিকারী বলে ধারনা দিতে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দেয়া অনুরূপ ডিগ্রী, ডিপ্লোমা বা লাইসেন্সের সত্যবৎ প্রতীয়মান নকল অর্পন, মঞ্জুর বা ইস্যু করা যাবে না।

(২) এই ধারার বিধানসমূহ লংঘনকারী যে কেউ অন্যূন ০২(দুই) লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তিযোগ্য হবে এবং এরূপ লংঘনকারী যদি একটি এসোসিয়েশন বা সংস্থা হয় তবে জ্ঞানতঃ বা অনুমতি প্রদানকারী সংস্থা বা এসোসিয়েশনের প্রত্যেক সক্রিয় সদস্যই অন্যূন ০২(দুই) লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তিযোগ্য হবেন।

৪১। পেশাজীবী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের সংগঠন, ইত্যাদি।- অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন, বোর্ডের কার্যক্রমে সহায়তা ও পরামর্শ দেওয়ার প্রয়োজনে এই আইনের অধীন নিবন্ধিত চিকিৎসকদের একটি মাত্র ইউনানী এবং একটি মাত্র আয়ুর্বেদিক পেশাজীবী সংগঠন থাকবে। এইরূপ পেশাজীবী সংগঠনের কর্মকান্ড ও কর্মপরিধি প্রবিধিমতে নিয়ন্ত্রিত হবে।

৪২। ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ও সংযুক্ত ঔষধ উৎপাদন বিভাগের অনুমোদন।-

(১) অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ও সংযুক্ত ঔষধ উৎপাদন বিভাগ চালু করার জন্য বোর্ডের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হবে।

(২) ধারা ১৮ এর অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসংযুক্ত হাসপাতাল ও ঔষধ উৎপাদন বিভাগ চালু করতে বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত অন্য কোন সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হবে না।

৪৩। প্রচারকার্য, ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা।-

(১) অন্য কোন আইনে যা'ই থাকুক না কেন, বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত বোর্ডে নিবন্ধিত ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে কেবল স্থান পরিবর্তন বা সেবাদানের সময়সূচী ছাড়া কেউ নিজ বা সেবাকেন্দ্রের প্রচার করতে বা প্রচারের কোনরূপ পন্থা বা কৌশল অবলম্বন করতে পারবেন না।

(৩) এই ধারার বিধান লংঘনকারী যে কেউ ০২(দুই) বছরের মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ০৩(তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তিযোগ্য হবেন। সেবাকেন্দ্র যদি একাধীক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে

প্রত্যেক পরিচালক বা অংশীদারই অনুরূপ শাস্তিযোগ্য হবেন। প্রচারকার্য যদি অশ্লীল, কুরুচীপূর্ণ প্রতীয়মান হয় তবে শাস্তির পরিমান দ্বিগুণ পর্যন্ত করা যাবে।

৪৪। **পদবী, বিবরণ ইত্যাদি ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা।-**

(১) কোন ব্যক্তিই তার নাম, পদবী অথবা বিবরণে এমন কোন অক্ষরসমূহ বা শব্দ সংক্ষেপ ব্যবহার করতে পারবেন না যা' বুঝায় বা এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টির চেষ্টা বলে বিবেচিত হয় যে, তিনি ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা মতে পেশারত থাকার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে একটি স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স বা সনদের অধিকারী, যদি তিনি সেই ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স অথবা সনদের অধিকারী না হন এবং সেই ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স অথবা সনদ -

(ক) বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের প্রচলিত কোন আইন দ্বারা স্বীকৃত; অথবা

(খ) এতদুপলক্ষে এই আইনের অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত, মঞ্জুরকৃত অথবা ইস্যুকৃত; অথবা

(গ) এই ধরনের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স অথবা সনদ দেয়া, মঞ্জুর বা ইস্যু করার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অথবা যোগ্য বলে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রদত্ত, মঞ্জুরকৃত বা ইস্যুকৃত না হয়।

(২) আপাততঃ বলবৎ রয়েছে অন্য কোন আইনের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু সত্ত্বেও, এই আইনের ২৬ ধারার অধীন নিবন্ধিত কোন হাকীম বা ইউনানী চিকিৎসক অথবা কোন কবিরাজ বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিজ নামের সাথে ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক পরিচয় ব্যতীরেকে শুধুমাত্র 'ডাক্তার' উপাধি ব্যবহার করতে পারবেন না।

(৩) এই ধারার বিধান লংঘনকারী যে কেউ ***০২(দুই) বছরের*** মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ***০৩(তিন) লক্ষ*** টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তির যোগ্য হবেন।

৪৫। **রক্ষাকারীসমূহ।-** এই অধ্যায়ের কোন কিছুই এমন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না -

(ক) যিনি তাঁর চিকিৎসা পেশাকে সমাজ সেবায় সীমাবদ্ধ রাখেন;

(খ) যিনি সেবিকা নার্স, ধাত্রী অথবা হেলথ ভিজিটর এবং আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে এরূপ বলে রেজিস্ট্রীকৃত অথবা সন্তান প্রসব করানোর কাজে সাহায্যকারী দাই; অথবা

(গ) যিনি স্বল্পজ্ঞানী একজন কারিগরি সহকারী হিসেবে ইউনানী চিকিৎসা পেশার রেজিস্ট্রীকৃত একজনের নির্দেশ ও ব্যক্তিগত পরিচালনায় একজন রোগীর পরিচর্যা করেন।

৪৬। **অপরাধসমূহ বিচারের অধিকার, ইত্যাদি।-**

(১) এতদুপলক্ষে সরকার প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী কোন কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ছাড়া এই আইনের বলে কোন আদালত কোন অপরাধের নালিশ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(২) একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ছাড়া অন্য কোন আদালত এই আইনের বলে কোন অপরাধের বিচার করতে পারবেন না।

অধ্যায় সপ্তম

বোর্ডের এখতিয়ার রদ

৪৭। **বোর্ডের এখতিয়ার রদ**।-

(১) যদি কোন সময় সরকারের কাছে এটা অনুভূত হয় যে, বোর্ড এই আইনের দ্বারা বা বলে প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বা ক্ষমতায় মাত্রাতিক্তি প্রয়োগ বা অপব্যবহার করেছে, তবে সরকার যদি এই ব্যর্থতা, অতিরেক (একসেস) বা অপব্যবহারকে গুরুতর প্রকৃতির বলে বিবেচনা করেন, তবে বোর্ডকে সেসব বিষয়ে জানাতে পারেন এবং এতদুপলক্ষে নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বোর্ড সেই ত্রুটি, অতিরেক বা অপব্যবহার সংশোধন করতে ব্যর্থ হলে, সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি মারফত সেখানে উল্লেখ্য ৯০(নব্বই) দিনের বেশী নয় সময়ের জন্য বোর্ডের এখতিয়ার রদ করতে পারেন।

(২) উপ-ধারা (১)-এর বলে বোর্ডের এখতিয়ার রদ হলে-

(ক) বোর্ডের ক্ষমতাসীন চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নিজ নিজ পদে বহাল থাকতে পারবেন না; এবং

(খ) এই রদের (সুপারসেশন) মেয়াদকালে সরকার কর্তৃক এজন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কাজ সম্পাদন করবেন যেন এরূপ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষই বোর্ড ।

(৩) উপ-ধারা (১) অনুসারে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হবার পর বোর্ডের ক্ষমতা ব্যবহার এবং কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে বোর্ড পুনর্গঠিত হবে। তবে, এ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মেয়াদ ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রম করবে না।

অধ্যায় অষ্টম

বিবিধ

৪৮। **বোর্ড কর্তৃক গৃহীত অনুদান, সাহায্য এবং ফিস**।- ফিস হিসেবে বোর্ডে যে টাকা পয়সা গৃহীত হবে সেসব এই আইনের আওতায় প্রণীত বিধি অনুসারে বোর্ডের কাজে ব্যয় করা হবে।

৪৯। **নিবন্ধিত চিকিৎসকের মৃত্যু**।- কোন নিবন্ধিত চিকিৎসকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্র মৃত্যু নিবন্ধনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি এরূপ মৃত্যুর তথ্যাদি যথাসময় এবং মৃত্যুর স্থান ইত্যাদি উল্লেখ করে নিজ হাতে লিখিত একটি সনদ (সার্টিফিকেট) ডাকযোগে রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠাবেন এবং তাঁর কাজের খরচ হিসেবে রেজিস্ট্রারের কাছে এরূপ সনদ এবং তা পাঠানোর ব্যয় চাইতে পারেন।

৫০। **ক্ষতি, দায় বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি**।- এই আইন বা তার আওতায় প্রণীত বিধি বা বিধান অনুসারে সরল বিশ্বাসে কোন কাজ সম্পাদন করে থাকলে বা করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা অভিযোগ উত্থাপন বা অন্য কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৫১। বিধি তৈরীর ক্ষমতা।-

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, বোর্ডের সাথে পরামর্শ করার পর, সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সরকার বিধি তৈরী করতে পারেন।

(২) বিশেষ করে এবং পূর্বে উল্লেখিত ক্ষমতার সাধারণত্ব খর্ব না করে এসব বিধি নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সকল বা যে কোন একটির জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে;

(ক) বোর্ডের নির্বাচনের সময় ও তারিখ এবং কী পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে;

(খ) বোর্ডের নির্বাচনে প্রার্থীতার যোগ্যতা ও বয়স;

(গ) কী পদ্ধতিতে সদস্যদের শূণ্য পদসমূহ পূরণ করা হবে;

(ঘ) নিবন্ধনবহির আকার এবং এতে কী কী তথ্য সন্নিবেশিত করা হবে;

(ঙ) নিবন্ধন, অতিরিক্ত শিক্ষাগতযোগ্যতার জন্য নিবন্ধন বহিতে রদবদল এবং নিবন্ধনবহিতে অন্যান্য লিখিত বিষয় (এন্ট্রি) পরিবর্তনের জন্য দেয় ফিসমূহ;

(চ) বোর্ডের তহবিলের উৎসসমূহ;

(ছ) বোর্ড কর্তৃক আদায়কৃত ফিস যেসব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে; এবং

(জ) বোর্ডের রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং রেজিস্ট্রার-এর ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ।

৫২। **প্রবিধি তৈরীর ক্ষমতা**।- সরকারের লিখিত অনুমতিক্রমে বোর্ড নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর জন্য এই আইন বা এর অধীন প্রণীত বিধিসমূহের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন নয় এমন প্রবিধিসমূহ তৈরী করতে পারেঃ

(ক) পরীক্ষা পরিচালনা এবং শিক্ষাদানের ভাষাসমূহ;

(খ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র ভর্তির যোগ্যতা;

(গ) বিভিন্ন পাঠ্যসূচীতে (কোর্স) ছাত্র ভর্তির এবং উপযুক্ততা নির্ধারণী ও অন্যান্য পরীক্ষাসমূহের অংশগ্রহণের শর্তাদি;

(ঘ) পরীক্ষক নিয়োগের এবং পরীক্ষা পরিচালনার শর্তাদি;

(ঙ) স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির শর্তাদি;

(চ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতির ওষুধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ নির্ধারণের শর্তাদি;

(ছ) ঔষধি উদ্ভিদের চাষাবাদ ও পরিচর্যা, ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ও বিভিন্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং উত্তরণ পরীক্ষার জন্য পাঠ্যসূচী;

(জ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল ও উৎপাদন বিভাগ পরিচালনায় শর্তাদি;

(ঝ) শিক্ষাদানকারী (টিচিং) প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঞ) বোর্ডের সভা অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান নির্ধারণ; এবং

(ট) এই আইন এবং এর অধীন বিধি বলে বোর্ড কর্তৃক ব্যবহার্য অথবা সম্পাদনযোগ্য ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুরূপ অন্যান্য বিষয়সমূহ।

৫৩। রহিতকরণ ও রক্ষণ।-

(১) বাংলাদেশ ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক প্রাকটিশনার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সালের ১৭ জুলাই তারিখে জারীকৃত অর্ডিন্যান্স নং ৩২/১৯৮৩), যা' এর পরে কথিত আইন নামে অভিহিত, এতদ্বারা রহিত করা হ'ল।

(২) উক্ত অর্ডিন্যান্স ও আইন রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে-

(ক) উক্ত অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন, অতঃপর বিলুপ্ত বোর্ড বলে উল্লেখিত, বিলুপ্ত হবে;

(ক) বিলুপ্ত বোর্ডের সকল পরিসম্পদ (এসেটস), অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব এবং সুযোগ-সুবিধা, স্থাবর এবং অস্থাবর সকল সম্পদ, নগদ টাকা এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও তহবিল এবং এ সব সম্পত্তি থেকে প্রাপ্তব্য অন্যান্য সুবিধাদি এবং অধিকার এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বোর্ডের ওপর স্থানান্তরিত এবং এই বোর্ডে ন্যস্ত বলে গণ্য হবে;

(খ) বিলুপ্ত বোর্ডের সমস্ত ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এই বোর্ডের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব হবে;

(গ) বিলুপ্ত বোর্ডের দ্বারা অথবা বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সমস্ত মামলা এবং আইনগত ব্যবস্থাদি এই বোর্ডের দ্বারা অথবা বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছে বলে গণ্য হবে;

(ঘ) বিলুপ্ত বোর্ডের রেজিস্ট্রার এই বোর্ড কর্তৃক, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে নিয়োজিত হয়েছেন বলে গণ্য হবে, এবং এই আইনের প্রবর্তনের পূর্বে তিনি যে শর্তাধীনে নিয়োজিত ও কর্মরত ছিলেন তা' সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে নিয়োজিত ও কর্মরত থাকবেন;

(ঙ) বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারী, কোন ঠিকা বা চুক্তি বা চাকুরীর শর্ত থাকা সত্ত্বেও, এই বোর্ডে বদলী হয়ে যাবেন এবং তাঁরা বিলুপ্ত বোর্ডে তাঁদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরীর শর্তাবলীসহ এই বোর্ডের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন, যদি এই বোর্ড কর্তৃক ঐ শর্তাবলীর কোন পরিবর্তন না করা হয়, যা তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে না; এবং

(চ) রহিত অর্ডিন্যান্স-এর অধীনে রেজিস্ট্রীকৃত এবং তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এই আইনের আওতায় নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও,-

(ক) উক্ত অর্ডিন্যান্স বা আইনের অধীন প্রণীত কোন বিধিমালা বা প্রবিধিমালা, জারীকৃত কোন প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, অনুমোদন বা সুপারিশ এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবদ থাকবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন গঠিত কার্যনির্বাহী কমিটি ব্যতীত কোন কমিটি, উহার গঠন বা কার্যপরিধি এই আইনের বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে, এরূপে অব্যাহত থাকবে যেন উক্ত কমিটি এই আইনের অধীনে গঠিত হয়েছে।

৮০

তফসিল

(ধারা ১৯ দ্রষ্টব্য)

অংশ - ক

বাংলাদেশে অবস্থিত স্বীকৃত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ইউনানী/আয়ুর্বেদিক
০১	সরকারী ইউনানী-আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	ঢাকা	ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক
০২	সরকারী তিব্বিয়া কলেজ	সিলেট	ইউনানী

অংশ - খ

বাংলাদেশে অবস্থিত স্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ইউনানী/আয়ুর্বেদিক
০১	তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ	ঢাকা	ইউনানী
০২	চট্টগ্রাম ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ	চট্টগ্রাম	ইউনানী
০৩	মোমেনশাহী আয়ুর্বেদিক কলেজ	ময়মনসিংহ	আয়ুর্বেদিক
০৪	নূর-মজিদ আয়ুর্বেদিক কলেজ	ঢাকা	আয়ুর্বেদিক
০৫	চাঁদপুর ইউনানী তিব্বিয়া কলেজ	চাঁদপুর	ইউনানী
০৬	মোজাহের আয়ুর্বেদীয় কলেজ	চট্টগ্রাম	আয়ুর্বেদিক
০৭	কুন্ডেশ্বরী আয়ুর্বেদিক কলেজ	গহিরা, চট্টগ্রাম	আয়ুর্বেদিক
০৮	ভোলা ইসলামিয়া ইউনানী কলেজ	ভোলা	ইউনানী
০৯	শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ (আয়ুর্বেদিক বিভাগ)	সিলেট	আয়ুর্বেদিক
১০	খুলনা ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ	খুলনা	ইউনানী
১১	ইউনান তিব্বিয়া কলেজ	ফেনী	ইউনানী
১২	মোমেনশাহী ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ	ময়মনসিংহ	ইউনানী
১৩	আকবর আলী খান কারিগরি ও বাণিজ্য কলেজ (ইউনানী শাখা)	গৌরীপুর, কুমিল্লা	ইউনানী
১৪	প্রফুল- সিংহ আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ	মাগুরা	আয়ুর্বেদিক
১৫	হামদর্দ ইউনানী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	বগুড়া	ইউনানী
১৬	অমৃত লাল দে আয়ুর্বেদ ও ইউনানী মহাবিদ্যালয়	বরিশাল	আয়ুর্বেদিক
১৭	হাকীম সাঈদ ইস্টার্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	ঢাকা	ইউনানী
১৮	রওশন জাহান ইস্টার্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	লক্ষ্মীপুর	ইউনানী
১৯	ডাঃ আব্দুল গনি ইউনানী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	রংপুর	ইউনানী

অংশ - গ

বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থান	ইউনানী/আয়ুর্বেদিক
০১	বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত এবং সে দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেগুলি বাংলাদেশ সরকার ও বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করবে।	বিভিন্ন দেশ	ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক

এ.কে.এম. হারুনার রশিদ
রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানী এন্ড আয়ুর্বেদিক সিস্টেমস অব মেডিসিন